প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একজন দিনমজুর সবাই সিসি ক্যামেরার আওতায়। ডিজিটাল রেকর্ড।

আল্লাহ নিখুঁত হিসাবরক্ষক।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার যে সকল সত্তাগত ও গুণগত পরিচয় বিধৃত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অকাট্য, সুশৃঙ্খল এবং ভীতিমিশ্রিত অনুভূতির পরিচয়টি হলো—তিনি 'নিখুঁত স্থায়ী হিসাব রক্ষণের উপকরণ সৃষ্টিকারী' এবং 'পরম ডেটাবেজ বা কোডিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমলনামা সংরক্ষণকারী'। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু করে—প্রকাশ্যে বা গোপনে, মুখে বা অবচেতন চিন্তায়—তার কোনো কিছুই এই মহাজাগতিক তথ্যভাণ্ডার থেকে হারিয়ে যায় না। আল্লাহ কেবল মানুষের স্থূল কর্মেরই হিসাব রাখেন না, বরং প্রতিটি কর্মকে এক একটি নিখুঁত ডেটা ব্লক, সংখ্যা (রাকাম) এবং অলঙ্ঘনীয় কোডিং সিস্টেমের অধীনে চিরস্থায়ীভাবে রেকর্ড করে রাখছেন।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমরা যেভাবে বারকোড (Barcode), কিউআর কোড (QR Code) কিংবা ব্লকচেইনের ডিজিটাল লেজারের মাধ্যমে কোটি কোটি ডেটা নিখুঁতভাবে নাম্বারিং করে সংরক্ষণ করি, চৌদ্দশত বছর আগে কুরআন মানবজাতিকে তার চেয়েও কোটি গুণ শক্তিশালী একটি ঐশ্বরিক কোডিং পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যাকে বলা হয়েছে 'কিতাবুম মারকূম' (كِتَابٌ مَّرْقُومٌ — সংখ্যায়িত বা কোডেড পুস্তক)। কিয়ামতের দিন এই নিখুঁত রেকর্ড চালুর পর মানুষের বাহ্যিক অজুহাত বা মুখের মিথ্যা বলার সুযোগ থাকবে না; বরং মানুষের নিজস্ব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তখন বায়োমেট্রিক ও ডেটা-লগ ফাইলের মতো সত্য সাক্ষ্য উগরে দেবে। নিচে উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে আল্লাহর এই পরিচয়, এর গভীর তাৎপর্য এবং মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে এর প্রায়োগিক প্রভাব বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো।

Al-Isra' 17:13

وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا

আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।

Al-Isra' 17:14

ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট।

আল্লাহর পরিচয় ও তাৎপর্য:

এই আয়াতে আল্লাহর পরিচয় হলো—তিনি অমোচনীয় ব্যক্তিগত ব্লাক-বক্স বা পার্সোনাল ডেটা লগার (Personal Data Logger) সৃষ্টিকারী।

তাৎপর্য: আয়াতে ব্যবহৃত 'ত্বাইরাহু' (طَائِرَهُ) শব্দের মূল অর্থ মানুষের ভাগ্য বা কর্মের ভালো-মন্দ রেকর্ড। আল্লাহ মানুষের কর্মের এই অদৃশ্য রেকর্ডারকে তার ঘাড়ের সাথে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন (অ্যাটাচড), যা মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি সেকেন্ডের ডেটা ধারণ করে। কিয়ামতের দিন এটিকে একটি 'উন্মুক্ত সফটওয়্যার বা স্ক্রল' (কিতাবাম মানশূরা) আকারে লাইভ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহ মানুষের আত্মসম্মান ও নিরপেক্ষতার এমন এক অনন্য নজির স্থাপন করবেন যেখানে তিনি নিজে হিসাব না চাপিয়ে বলবেন, "আজ তুমি নিজেই নিজের অডিটর বা হিসাবরক্ষক (হাসীবা) হিসেবে বিচার করো।"

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাব:

ব্যক্তিগত পর্যায়: মানুষ নিজের জীবনের ভুলত্রুটি এবং প্রতিদিনের ভালো-মন্দের স্বকীয় হিসাব (Self-Auditing) করতে শেখে। কেউ দেখার বা ধরার না থাকলেও ব্যক্তি নিজের কাছে নিজে সৎ থাকে।

সামাজিক পর্যায়: সমাজে একে অপরকে দোষারোপ করা বা অন্যের ওপর নিজের অপরাধ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়। সামাজিক প্রতিটি স্তরে মানুষ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে।

রাষ্ট্রীয় নীতি: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও আইনি প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা (Transparency) আনা। অপরাধের তদন্তে কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবমুক্ত থেকে প্রকৃত অকাট্য প্রমাণের (Evidence-based Investigation) ওপর ভিত্তি করে বিচারিক পলিসি তৈরি করা।

মুমিনদের কুরআনী মাইন্ড সেট ও মুত্তাকী তৈরিতে প্রভাব:

মুমিনের মনে এক পরম 'আত্ম-জবাবদিহিতার মাইন্ডসেট' (Self-Accountability) তৈরি হয়। মুত্তাকী ব্যক্তি যখনই কোনো পাপের দিকে ধাবিত হন, তখনই তাঁর মনে হয়—ঘাড়ের ভেতরের অদৃশ্য ক্যামেরা এই ডেটা ব্লকটি লক করে দিচ্ছে, যা কিয়ামতের দিন নিজের চোখেই পড়তে হবে। এই চেতনা তাকে অপরাধ ও পাপমুক্ত রাখে।

কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স:

কুরআন: "স্মরণ রেখো, দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন সদা প্রস্তুত পাহারাদার (লিপিবদ্ধকারী) রয়েছে।" (সূরা কাফ, ৫০:১৭-১৮)।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা চতুরতার সাথে বিতর্ক করে আমার কাছ থেকে নিজের পক্ষে রায় নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু মনে রেখো আমি একজন মানুষ। যদি আমি কারও পক্ষে অন্য ভাইয়ের হকের ফায়সালা করে দিই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরো কেটে দিচ্ছি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬৮০)।

Maryam 19:94

لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন।

Al-Jinn 72:28

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা। আর তাদের কাছে যা রয়েছে, তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গুণে গুণে হিসাব করে রেখেছেন।

আল্লাহর পরিচয় ও তাৎপর্য:

এখানে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট পরিচয়—তিনি ‘আল-মুহসী’ (ٱلْمُحْصِى — নিখুঁত পরিসংখ্যানবিদ ও পরম গণনাকারী)।

তাৎপর্য: আয়াতে ‘আহসাহুম’ এবং ‘আদাদিল কাল’ শব্দগুলোর ব্যবহার প্রমাণ করে যে, আল্লাহর জ্ঞান কোনো ভাসাভাসা ধারণা নয়; এটি পরম গাণিতিক সংখ্যানুযায়ী (Quantitative Precision) বিন্যস্ত। মহাবিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে এবং আসবে—তাদের মোট সংখ্যা, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ডিজিটাল ডিজিট আল্লাহর কাছে একক সংখ্যায় (১, ২, ৩... করে) সংরক্ষিত আছে। কোনো ব্যক্তিই এই কোডেট খাতা থেকে 'মিসিং' বা নিখোঁজ হতে পারে না।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাব:

ব্যক্তিগত পর্যায়: মানুষ বুঝতে পারে যে তার ক্ষুদ্রতম নেক আমল বা যিলল পরিমাণ দানও আল্লাহর বিশাল ডেটাবেজে শূন্য হয়ে যায়নি। এটি মানুষকে ছোট ছোট ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে।

সামাজিক পর্যায়: সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে ডেটার গুরুত্ব বাড়ে। যাকাত, সদকা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুষম বণ্টনে সঠিক সংখ্যা ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি হয়।

রাষ্ট্রীয় নীতি: রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় 'বিগ ডেটা' (Big Data) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিখুঁত ব্যবহার করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুনির্দিষ্ট জাতীয় ডেটাবেজ (যেমন জাকাত উশর আদায় বন্টন হিসাবে, এনআইডি, স্মার্ট কার্ড) তৈরি করা। জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে সম্পদ ও সুযোগের শতভাগ সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নীতি নিশ্চিত করা।

মুমিনদের কুরআনী মাইন্ড সেট ও মুত্তাকী তৈরিতে প্রভাব:

মুমিন এক চরম নির্ভুল গাণিতিক সচেতনতা লাভ করে। মুত্তাকী ব্যক্তি বোঝেন যে তাঁর জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের আয়ু আল্লাহর কাউন্টডাউন ঘড়িতে মাইনাস হচ্ছে। ফলে সে সময় নষ্ট করাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ মনে করে এবং প্রতিটি সংখ্যাকে নেক আমলে রূপান্তর করতে চায়।

কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স:

কুরআন: "যাতে তারা ছোট বা বড় কোনো আমলই বাদ দেয়নি, বরং সবই গণনা করে রেখেছে।" (সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৯)।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা.) ছোট ছোট গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন: "তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তা মানুষের ওপর জমা হতে থাকে, অতঃপর তাকে ধ্বংস করে দেয়।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৮১১)।

An-Nur 24:24

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

যেদিন তাদের জিহবাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

An-Nur 24:25

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ

সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।

Ya Sin 36:65

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত।

Fussilat 41:20

حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

আল্লাহর পরিচয় ও তাৎপর্য:

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহর পরিচয় হলো—তিনি মানুষের প্রতিটি অঙ্গকে স্বনিয়ন্ত্রিত হার্ডড্রাইভ বা ফরেনসিক ডিভাইস হিসেবে রূপান্তরকারী।

তাৎপর্য: দুনিয়ার আদালতে অপরাধী মুখে মিথ্যা বলে পার পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরকালীন আদালতে আল্লাহ মানুষের মুখে 'খাতম' বা ডিজিটাল লক (মোহর) মেরে দেবেন। মানুষের নিজস্ব হাত, পা, চোখ, কান এবং ত্বক (চামড়া)—যারা দুনিয়াতে পাপের হাতিয়ার বা মাধ্যম ছিল—তারা স্বয়ংক্রিয় ডেটা প্লে-ব্যাক ডিভাইসের মতো কথা বলতে শুরু করবে। শরীরের প্রতিটি কোষ বা ডিএনএ (DNA) তার ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের মেমোরি লগ উন্মোচন করবে। একেই বলা হয় পরম সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ (আল্লাহু হুওয়াল হাক্কুল মুবীন)।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাব:

ব্যক্তিগত পর্যায়: মানুষ তার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে সচেতন হয়। চোখ দিয়ে অবৈধ কিছু দেখা, কান দিয়ে গীবত শোনা বা হাত দিয়ে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করে, কারণ এই হাত-চোখই একদিন আদালতের কাঠগড়ায় নিজের প্রধান শত্রু হবে।

সামাজিক পর্যায়: সমাজে শারীরিক বা যৌন নির্যাতন, চাক্ষুষ পাপাচার এবং গোপন অপরাধের মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, কারণ মানুষ তার নিজের শরীরের কোষগুলোকেই ভয় পেতে শুরু করে।

রাষ্ট্রীয় নীতি: বিচার ও অপরাধ বিজ্ঞান শাখায় আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব, বায়োমেট্রিক ট্র্যাকিং, ডিএনএ প্রোফাইলিং এবং ডিজিটাল এভিডেন্স অ্যাক্টকে আইনি প্রক্রিয়ার প্রধান ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা। মৌখিক সাক্ষ্যের চেয়ে বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণকে (Physical & Forensic Evidence) প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইনি ব্যবস্থা সাজানো।

মুমিনদের কুরআনী মাইন্ড সেট ও মুত্তাকী তৈরিতে প্রভাব:

মুমিন তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত মনে করে। এই আয়াতগুলো মুত্তাকী ব্যক্তির মনে এমন এক 'বায়োমেট্রিক তাকওয়া' তৈরি করে, যার ফলে সে চোখ, কান ও হাতকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যবহার করে।

কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স:

কুরআন: "তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদের কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:২১)।

হাদীস: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলাম, তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন: "বান্দা কিয়ামতের দিন তার রবের সাথে যে বিতর্ক করবে, তা দেখে আমি হাসছি। বান্দা বলবে, হে রব! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ। বান্দা বলবে, আমি নিজের বিরুদ্ধে অন্য কারও সাক্ষ্য মানব না, কেবল আমার নিজের অঙ্গ ছাড়া। তখন আল্লাহ তার মুখে মোহর মেরে দেবেন এবং তার অঙ্গগুলোকে কথা বলার নির্দেশ দেবেন..." (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৯৬৯)।

Al-Mutaffifin 83:7

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

কখনো নয়, নিশ্চয় অপরাধীদের ‘আমলনামা সিজ্জীনে।

Al-Mutaffifin 83:8

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ

কিসে তোমাকে জানাবে ‘সিজ্জীন’ কী?

Al-Mutaffifin 83:9

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ

এক (কোডিং) পুস্তক। (মারকুমুন হচ্ছে নাম্বারিং বা কোডিং)

Al-Mutaffifin 83:18

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ

কখনো নয়, নিশ্চয় নেককার লোকদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে।

Al-Mutaffifin 83:19

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ

কিসে তোমাকে জানাবে ‘ইল্লিয়্যীন’ কী?

Al-Mutaffifin 83:20

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ

এক (কোডিং) পুস্তক। (মারকুমুন হচ্ছে নাম্বারিং বা কোডিং)

তাৎপর্য: মারকুমুন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবি “রাকাম” থেকে। তার অর্থ হলো সংখ্যা। মারকুমুন অর্থ হচ্ছে নাম্বাবার্ড। অর্থাৎ প্রতিটা মানুষের হোক সে অপরাধী বা ভালো কাজের অধিকারী তাদের সকল কর্মকান্ড বা কাজের জন্য এক একটি বার কোডিং রেকর্ড করা হচ্ছে। সম্ভবত প্রত্যেকটা মানুষের জন্য নিজস্ব একটি বারকোডের অধীনে অথবা কোডিং সিস্টেমের অধীনে রেকর্ড করা হচ্ছে।

আল্লাহর সংশ্লিষ্ট পরিচয় ও তাৎপর্য:

এখানে আল্লাহর মহিমান্বিত পরিচয়—তিনি মহাজাগতিক আইডেন্টিফিকেশন বা বারকোড ও নাম্বারিং সিস্টেমের মাধ্যমে ডেটাবেজ নিয়ন্ত্রক (The Ultimate Systems Programmer)।

তাৎপর্য: আয়াতে ব্যবহৃত ‘মারকূম’ (مَرْقُومٌ) শব্দটি আরবী ‘রাকাম’ (رقم) থেকে উদ্‌ভূত, যার অর্থ সংখ্যা (Number) বা কোড (Code)। সুতরাং ‘কিতাবুম মারকূম’ শব্দের গভীর তাৎপর্য হলো—এটি এমন এক আমলনামা যা সাধারণ কাগজের ডায়েরি নয়; বরং এটি ডিজিটালি নাম্বার্ড, বারকোডেড বা আলফা-নিউমেরিক কোডিং সিস্টেমে সংরক্ষিত সুনির্দিষ্ট ডেটাবেজ। অপরাধীদের ডেটা ব্লক জমা হয় ‘সিজ্জীন’ (নিম্নতম বা অবরুদ্ধ সার্ভার) নামক ডেটাবেজে এবং পুণ্যবানদের রেকর্ড জমা হয় ‘ইল্লিয়্যীন’ (উচ্চতম ও সুরক্ষিত ক্লাউড সার্ভার) নামক স্থানে। এই কোডেড কিতাব থেকে একটি ডট বা ডিজিটও মুছে ফেলা বা হ্যাক করা সম্ভব নয়।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাব:

ব্যক্তিগত পর্যায়: মানুষ বুঝতে পারে যে তার আইডেন্টিটি বা পরিচয় আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। সে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া কোনো সস্তা উপাদান নয়, তার প্রতিটা কর্মের একটি ইউনিক আইডি বা ডিজিটাল আইডেন্টিফিকেশন রয়েছে।

সামাজিক পর্যায়: সমাজে ও ব্যবসায়ী লেনদেনে ওজনে কম দেওয়া (মুতাফফিফীন) বা ডিজিটাল জালিয়াতি রোধে মানুষ সচেতন হয়, কারণ সব রেকর্ড কোডিং হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় নীতি: রাষ্ট্রীয় সকল ফাইল, দলিল-দস্তাবেজ এবং ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাকে ডিজিটাল ব্লকচেইন (Blockchain Technology) বা আধুনিক সুরক্ষিত এনক্রিপশন কোডিংয়ের আওতায় আনা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে ডাটা ম্যানিপুলেশন, ফাইলের পাতা ছেঁড়া বা ব্যাকডেটেড জালিয়াতির মাধ্যমে দুর্নীতি করার পথ চিরতরে বন্ধ করা।

মুমিনদের কুরআনী মাইন্ড সেট ও মুত্তাকী তৈরিতে প্রভাব:

মুমিনের চিন্তায় এক 'ডিজিটাল নির্ভুলতার মাইন্ডসেট' (Digital Precision Mindset) তৈরি হয়। মুত্তাকী ব্যক্তি জানেন যে, একটি সফটওয়্যারের কোডে সামান্য ভুল হলে যেমন পুরো প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করে, তেমনি তার আমলনামার কোডিংয়ে যদি 'রিয়া' (লোকদেখানো আমল) বা 'নিফাক' এর মতো বাগ (Bug) ঢুকে পড়ে, তবে তার নেক আমলের ডাটা ব্লকটি সিজ্জীনে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। এই ভয় তাকে আমল নিখুঁত করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স:

কুরআন: "আমি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।" (সূরা আল-ক্বামার, ৫৪:৫৩)।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো... আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো, কারণ মানুষ যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার অন্বেষণ করে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম 'কাযযাব' (মহা মিথ্যাবাদী) হিসেবে কোড বা লিপিবদ্ধ করা হয়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬০৭)। অর্থাৎ তার আইডেন্টিটি কোড পরিবর্তন হয়ে যায়।

উপসংহার

আল-কুরআনে বর্ণিত ‘নিখুঁত স্থায়ী হিসাব রক্ষণের উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং কোডিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমলনামা সংরক্ষণকারী’ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়টি মানবজাতির নৈতিক মেরুদণ্ড সোজা করার সবচেয়ে শক্তিশালী ও অলৌকিক হাতিয়ার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা

মানুষকে কেবল দুনিয়ায় ছেড়ে দেননি, বরং তার প্রতিটি পদক্ষেপকে এক একটি ইউনিক কোডের (মারকূম) অধীনে মহাজাগতিক সেন্ট্রাল সার্ভারে আপলোড করছেন।

কুরআনের এই বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপ্রযুক্তিধর্মী উপস্থাপনা মুমিনের অন্তরে এমন এক অনন্য ‘কুরআনী মাইন্ডসেট’ তৈরি করে, যা দুনিয়ার সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বা পুলিশের নজরদারির চেয়েও কোটি গুণ বেশি কার্যকর। একজন মানুষ/মুত্তাকী ব্যক্তি যখন বুঝতে পারেন যে কিয়ামতের দিন তাঁর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাঁর নিজের হাতের আঙুল ও পায়ের কোষগুলোই তার জীবনের ফরেনসিক রিপোর্ট বা অডিও-ভিডিও ফাইল প্লে করতে শুরু করবে, তখন সে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো অবস্থাতেই অপরাধ করার সাহস পায় না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি ‘কিতাবুম মারকূম’ এবং ‘শারীরিক অঙ্গের সাক্ষ্যের’ এই জবাবদিহিমূলক দর্শনকে শিক্ষাকারিকুলাম, প্রশাসনিক, বিচারিক ও তথ্যপ্রযুক্তিগত নীতিমালায় রূপান্তর করা যায়, তবে একটি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা সম্ভব। আল্লাহর এই নিখুঁত কোডিং ব্যবস্থার প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের আমলনামার ডাটাকে 'ইল্লিয়্যীন'-এর সুরক্ষিত সার্ভারে স্থান দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাই তাকওয়ার চূড়ান্ত সার্থকতা।

সংকলক মুহাম্মাদ মসিউর রহমান

০৬-০৬-২০২৬